দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৩ ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটি শাটল ট্রেন নড়বড়ে রেল লাইনে হাজারো ছাত্র নিয়ে চলছে প্রতিদিন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গামী নড়বড়ে ও ঝুঁকিপূর্ণ রেল লাইনে শাটল ট্রেন যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে বলে আশংকা রয়েছে। রেলকর্তৃপক্ষ প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় ট্রেনের বগির সংখ্যা কম হওয়ায় অনেকে দাঁড়ানোর সুযোগও পায় না। এ অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ঠাসাঠাসি ও বাদুড়ঝোলা করে যাতায়াত করে থাকে। চট্টগ্রাম শহর

(পৃঃ ৮ঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি শাটল

(৮ম পৃঃ পর)

থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ভরসা শাটল ট্রেন। চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রেল লাইন বসানো হয়েছিলো ১৯৩০ সালে। এ লাইনের ফতেয়াবাদ জংশন থেকে ১৯৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। এরপর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই লাইনে উল্লেখযোগ্য সংস্কার কাজ করা হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন ৫ জোড়া এবং নাজিরহাট লাইনে ২ জোড়া ট্রেন চলাচল করে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেনের গতিসীমা প্রতিঘন্টায় ৪০ কিলোমিটার হলে ঝুঁকিপূর্ণ লাইনে ২০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলতে পারে না। এ অবস্থায় শাটল ট্রেন ২২ কিলোমিটার পথ চলতে নেয় ১ থেকে দেড় ঘন্টা। রেল লাইনের স্লিপারগুলো পচে নষ্ট হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক স্লিপারও লাইনে নেই। কোথাও কোথাও ফিসপ্লেটের নাটবল্টু নেই। যা আছে তাও নড়বড়ে। লাইনে প্রয়োজনীয় নুড়িপাথর না থাকায় ট্রেন চলাচলের সময় ফিসপ্লেটগুলো আকাবাঁকা হয়ে যায়। ফলে ট্রেন চলে হেলেদুলে। গত এক বছরে শাটল ট্রেন কয়েক বার লাইনচ্যুত হয়েছে।

এদিকে, নড়বড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রেল লাইন সংস্কারের জন্য সরকার ৯ কোটি টাকার এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি এখন সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে ঝুঁকিপূর্ণ রেল লাইন সংস্কার করা যাবে বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা।